Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যিকির

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিছা আফরিন প্রিয়া

রোলঃ ২১৬০২০৪২১

৬ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

যিকির

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

উস্তাদ আরমান হোসাইন-

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

নাফিছা আফরিন প্রিয়া

রোলঃ ২১৬০২০৪২১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "যিকির" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহএন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে নাফিছা আফরিন প্রিয়া-, আইডিঃ ২১৬০২০৪২১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মোঃ আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ যিকির ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Nafisa

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৬ জুন, ২০২৪ ইং

নাফিছা আফরিন প্রিয়া

আইডিঃ 216020421

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

যিকির অর্থ....6

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক যিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান....7

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম দেরকে যিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান....10

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিকিরের প্রতি আগ্রহ....13

আল্লহ তায়ালার যিকিরের মজলিস....16

যিকিরের মজলিসে বসার ফজিলত....18

যিকিরের মজলিসের সওয়াব....20

মজলিসের কাফফারাহ....20

যিকিরের প্রকারভেদ....22

সময়সূচি সাপেক্ষে যিকিরের প্রকার....24

যিকিরের কতিপয় নমুনা....25

যিকির নিয়ে কুরআন মাজিদের কিছু আয়াত....26

সর্বদা যিকিরের ফজিলত....28

যিকিরের উপকারিতা....29

অধিক যিকিরের পরিবর্তে কম শব্দ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক যিকির অবলম্বন করা....30

যিকির না করার ক্ষতি....31

নাপাক অবস্থায় যিকির করার বিধান....32

যিকির নিয়ে কতিপয় হাদিস....33

ভ্রান্ত যিকির....38

বাইয়াত....38

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহর পবিত্র নামের যে বরকত ও ফজিলত এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণে যে আনন্দ রয়েছে তা অন্য কোন কিছুতে নেই। আল্লাহর যিকিরের এমন এক শক্তি রয়েছে, যা দুর্বলকে সবল করে এবং বিপদে দৃঢ়পদ রাখে। কারণ আল্লাহর স্মরণকারীর বিশ্বাস এই যে, সবকিছু আল্লাহ তায়ালার হুকুমেই হয় এবং আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা বান্দার জন্য কখনো অশুভ হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালার ফায়সালা মেনে নেওয়ার মাঝে বান্দার কামিয়াবি এবং কল্যাণ রয়েছে। যিকিরের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নাম ও কুরআন ও হাদিস থেকে নেওয়া দোয়া। কুরআনে আল্লাহর যিকির বেশি বেশি করতে বলা হয়েছে। যিকিরে অন্তর প্রশান্ত হয়। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়্যিম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসায় ক্রমাগত " সুবহানাল্লাহ" জপতে থাকে,তার দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়।

একইভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনে ক্রমাগত "আলহামদুলিল্লাহ" জপতে থাকে, রহমতের ফল্গুধারা তার ওপর বর্ষিত হয়।

আর যে ক্ষমা হাসিলের আশায় ক্রমাগত "আস্তাগফিরুল্লাহ" জপতে থাকে, বন্ধ থাকা শত সম্ভাবনার দ্বার তার জন্য উন্মোচিত হয়।"

রেফারেন্সঃ(আদ-দা'আ ওয়াদ-দাওয়া'আ, পৃঃ ১৮৭-১৮৮)

যিকির অর্থ

যিকির শব্দটি আরবি ভাষা ' ' ذِكر যিকরুন শব্দ থেকে এসেছে। যিকির শব্দের অর্থ হলো স্বরণ করা, মনে করা, উল্লেখ করা, বর্ণনা করা। আর শরীয়তের আলোকে যিকির বলা হয়, মুখে বা অন্তরে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা এবং প্রশংসা করা, পবিত্র কুরআন পাঠ করা, আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, তার আদেশ-নিষেধ পালন করা, তার প্রদত্ত নেয়ামত ও সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা। আল্লাহর যিকির বলতে, আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য বিশেষ কিছু শব্দ বা বাক্যাংশ বারবার উচ্চারণ করাকে বোঝায়। যিকির একাকী বা সমষ্টিগত দুইভাবেই করা যায়। যিকির পুতির তৈরি মালা, আঙ্গুলের গিরা গণনার মাধ্যমেও যিকির করা যায়। যে যিকির করে তাকে জাকির বলা হয়, আক্ষরিক অর্থে যে স্মরণ করে।

কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে, জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমেই দিলে সত্যিকারের প্রশান্তি লাভ করা যায়।

আল্লাহর যিকির হচ্ছে যাবতীয় ইবাদতের রূপ। কুরআন মাজীদের ওয়াদা অনুযায়ী যখন কোন বান্দা আল্লাহকে স্মরণ করে তখন আল্লাহ তাকে স্মরণ করেন আল্লাহ এরশাদ করেন,"

فَاذْكُرُوْنِيْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ

কাজেই তোমরা আমাকে স্মরণ করো এবং আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং শুকর গুজারী কর, না শুকরিয়া করো না।"(সুরা বাকারা,আয়াত ১৫২)

তাই আমরা যখন আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয় তখন একথা স্মরণ করা কর্তব্য যে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে স্মরণ করেছেন। ফলে যিকিরের স্বাদ ও লযযত বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।

নবী করীম সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক যিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত এক সফরে চলিতেছিলাম। এমন সময় মুহাজিরগণ বলিলেন, স্বর্ণ-রুপার ব্যাপারে তো কুরআনের আয়াত নাযিল হইয়াছে (যে, যাহারা স্বর্ণ-রুপা জমা করিবে এবং ওহার যাকাত আদায় করিবে না তাহাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব দেওয়া হইবে)সুতরাং আমরা যদি জানিতে পারিতাম যে,কোন মাল উত্তম? হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন, তোমরা চাহিলে আমি তোমাদের জন্য এই ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দিতে পারি। তাহারা বলিলেন, অবশ্যই, জিজ্ঞাসা করুন। হযরত ওমর রাদিআল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যে চলিলেন। আমিও তাহার পিছনে পিছনে দ্রুত আমার উট চালাইতে লাগিলাম।হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! স্বর্ণ-রৌপ্য সম্পর্কে কুরআনে যে আয়াত নাজিল হইয়াছে (উহা শুনিয়া)মুহাজিরগণ বলিতেছেন, স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যাপারে তো কুরআনের আয়াত নাজিল হইয়াছে। এখন আমরা যদি জানিতে পারিতাম যে, কোন মাল উত্তম? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমরা আপন জিহবা কে যিকিরকারী ও দিলকে শুকর আদায়কারি বানাইয়া লও এবং ঈমানদার মহিলাকে বিবাহ করো,যে তোমাদেরকে তোমাদের ঈমানের বিষয়ে সাহায্য করে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে,সে আখেরাতের ব্যাপারে তোমাদেরকে সাহায্য করে।

হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার মক্কার পথে চলিতে চলিতে' জুমদান' নামক পাহাড়ের নিকট গিয়া অতিক্রম কালে বলিলেন, চলিতে থাকো এই যে জুমদান,মুফাররিদগণ অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে।

সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন,ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুফাররিদ কাহারা?তিনি বলিলেন,ঐ সকল পুরুষ ও নারী যাহারা অত্যাধিক আল্লাহ তা'আলার যিকির করে।

তিরমিজি শরীফের রেওয়াতে আছে, সাহাবা রাদিয়াল্লহু আনহু আরজ করিলেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! মুফাররিদ কাহারা? তিনি বলিলেন, যাহারা পাগলপারা হইয়া আল্লাহর যিকির করে।যিকির তাহাদের বোঝাকে নামাইয়া দিবে, ফলে কেয়ামতের দিন তাহারা একেবারে হালকা হইয়া আল্লাহর সম্মুখে হাজির হইবে।

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহিত চলিতেছিলাম,এমন সময় তিনি বলিলেন, অগ্রগামী লোকেরা কোথায়? সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরজ করিলেন, কতিপয় লোক অগ্রে চলিয়া গিয়াছে এবং কতিপয় লোক পিছনে রহিয়া গিয়াছে।রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, সফরে অগ্রগামী উদ্দেশ্য নয় বরং ওই সমস্ত অগ্রগামী লোকেরা কোথায় যাহারা পাগলপারা হইয়া আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়। যে ব্যক্তি জান্নাতের বাগানে পরিতৃপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে চায় সে যেন অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।

হযরত আবু সাইদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করিল,কেয়ামতের দিন কোন বান্দা মর্তবা হিসেবে আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকিরকারী হইবে। হযরত আবু সাইদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,আমি আরজ করিলাম ইয়া রাসুলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারি অপেক্ষাও কি উত্তম হইবে? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। যদি জিহাদকারী আপন তরবারি দ্বারা কাফের ও মুশরিকদের উপর এত অধিক আঘাত করে যে, উহা ভেঙে যায় এবং সে নিজেও রক্তাক্ত হইয়া যায় তবুও অধিক পরিমাণে যিকিরকারী মর্তবা হিসেবে তাহার অপেক্ষা উত্তম হইবে।

হযরত যাবের রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহর যিকির অপেক্ষা অধিক আযাব হইতে নাজাতদানকারী মানুষের আর কোন আমল নাই।জিজ্ঞাসা করা হইল, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি যিকির অপেক্ষা অধিক নাজাতদানকারী নয়? তিনি বলিলেন, না। তবে যদি মুজাহিদ আপন তরবারি দ্বারা এই পরিমাণ আঘাত করে যে, উহা ভাঙ্গিয়া যায়।

হযরত মুয়াজ ইবনে আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করিল, কোন মুজাহিদ সর্বাপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াব অর্জন করিবে?রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তাহাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক যিকির করিবে। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,নেক বান্দাদের মধ্য থেকে কে সর্বাপেক্ষা অধিক আজর ও সওয়াবের অধিকারী হইবে?তিনি বলিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে যে আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক যিকিরকারী হইবে।অতঃপর সে নামায, যাকাত, হজ্ব ও সদকা প্রত্যেক আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিল।রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেকটির উত্তরে একই কথা বলিলেন যে, আল্লাহ তায়ালার সর্বাধিক যিকিরকারী অধিক সওয়াবের অধিকারী হইবে। ইহা শুনিয়া হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ওমর রাঃ কে বলিলেন, হে আবু হাফস,যিকিরকারীগণ সকল কল্যাণ লইয়া গেল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, অবশ্যই।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইসলামের নফল আমল তো অধিক রহিয়াছে। আপনি আমাকে এমন কোন আমল বলিয়া দিন যাহা আমি মজবুত করিয়া ধরিয়া রাখিব। রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, তোমার জিহবা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।

মালিক ইবনে ইউখামির রহমাতুল্লাহ বলেন,হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আপন সঙ্গীদেরকে বলিলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বিদায়ের সময় তাহার সহিত আমার সর্বশেষ কথা যাহা হইয়াছিল তাহা

এই যে, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! কোন আমল আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বলিলেন, এমন অবস্থায় তোমার মৃত্যু আসে যে, তোমার জিহবা আল্লাহ যিকিরে সিক্ত থাকে।
রেফারেন্সঃ(হায়াতুস সাহাবা ৫ম খন্ড)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম দেরকে যিকিরের প্রতি উৎসাহ প্রদান

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ,হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উৎসাহ প্রধান

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, তোমরা নিজেদেরকে মানুষের আলোচনায় মশগুল করিও না, কারণ ইহা বালা ও মুসিবত। বরং তোমরা আল্লাহর যিকিরের পাবন্দি কর।
অপর রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলিয়াছেন, তোমরা আল্লাহর যিকিরের পাবন্দি কর কারণ ইহা শেফা (অর্থাৎ রোগ মুক্তি)। তোমরা মানুষের আলোচনা করিও না, কারণ ইহা রোগ।
হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, যদি আমাদের অন্তর পবিত্র হইতো তবে কখনো উহা আল্লাহর যিকির হইতে বিরক্ত হইতো না।
হযরত ইবনে মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, অধিক পরিমাণে আল্লাহ তায়ালার যিকির কর। আর ইহাতে তোমার জন্য কোন ক্ষতি নাই যে, তুমি শুধু এমন লোকের সাহচর্য অবলম্বন করো, যে তোমাকে আল্লাহর যিকিরে সাহায্য করে। (উত্তম তো ইহাই যে, সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকা এবং তাহাদের হক আদায় করা, তবে কেহ যদি লোকদের আচার-আচরণে ধৈর্যধারণ করিতে না পারে, তবে এরূপ

অপরাগ অবস্থায় সর্বসাধারণ হইতে শুধু এমন লোকের সঙ্গলাভ করাতে কোন দোষ নাই, যে তাহাকে আল্লাহর যিকিরে সাহায্য করিবে।)

হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উৎসাহ প্রদান

হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি রাত্রভর সুন্দরী বাদী দান করিতে থাকে আর অপর ব্যক্তি রাত্রভর কোরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর যিকির করিতে থাকে তবে এই যিকিরকারী ব্যক্তি উত্তম হইবে।

হাবিব ইবনে উবায়েদ রহমাতুল্লাহ বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমাকে কিছু নসিহত করুন। হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিলেন, তুমি আনন্দের সময় আল্লাহকে স্মরণ রাখো, আল্লাহ তোমাকে কষ্টের সময় স্মরণ রাখিবেন। আর যখন তোমার অন্তর দুনিয়ার কোন জিনিসের প্রতি উঁকি দেয় তখন তুমি চিন্তা করিও যে ইহার পরিণতি কি হইবে।

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন আমলের কথা বলিব না যাহা তোমাদের সকল আমল অপেক্ষা উত্তম ও তোমাদের মালিক অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও তোমাদের মর্যাদাকে সর্বাধিক বৃদ্ধিকারী এবং ইহা হইতে উত্তম যে, তোমারা দুশমনের সহিত যুদ্ধ কর, আর দুশমন তোমাদেরকে কতল করে, তোমরা দুশমনকে কতল করো এবং দেরহাম ও দিনার বন্টন করা অপেক্ষাও উত্তম? লোকেরা বলিল, হে আবু দারদা! উহা কোন আমল? তিনি বলিলেন, আল্লাহর যিকির, আর আল্লাহর যিকির সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল।

আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, যে সমস্ত লোকদের জিহবা সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকিবে তাহাদের প্রত্যেকেই হাসিতে হাসিতে জান্নাতে প্রবেশ করিবে।

রেফারেন্স -(হায়াতুস সাহাবা ৫ম খন্ড)

হযরত মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর উৎসাহ প্রদান

হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, আল্লাহর যিকির অপেক্ষা মানুষের কোন আমল আল্লাহর আজাব হইতে অধিক নাজাত দানকারী নাই। লোকেরা আরজ করিল, হে আবু আব্দুর রহমান! আল্লাহর রাস্তায় জিহাদও কি উহা অপেক্ষা অধিক নাজাত দানকারী নয়? তিনি বলিলেন, না। কেননা আল্লাহ তায়ালা আপন কিতাবে বলিতেছেন -

ولذكر الله اكبر

অর্থাৎ -আর আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ নেক আমল। তবে মুজাহিদ যদি এই পরিমাণ তরবারি চালনা করে যে, উহা ভাঙ্গিয়া যায়। (তবে ইহা যিকির হইতে অধিক নাজাত দানকারী হইতে পারে।)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ তায়ালার যিকির করা আল্লাহর রাস্তায় তলোয়ার ভাঙ্গিয়া ফেলা ও অকাতরে মাল খরচ করা অপেক্ষা উত্তম।

রেফারেন্স :(হায়াতুস সাহাবা ৫ম খন্ড)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যিকিরের প্রতি আগ্রহ

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন , রাসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন,আমি এমন এক জামাতের সহিত বসি যাহারা ফজরের নামাযের পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে,ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর বংশ হইতে এমন চারজন গোলাম আজাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় যাহাদের প্রত্যেকের রক্তপন বার হাজার হয়। আর আমি এমন এক জামাতের সহিত বসি যাহারা আসরের নামাজের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লহ তায়ালার যিকিরে মশগুল থাকে। ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাইল আলাইহি সালামের বংশ হইতে এমন চারজন গোলাম আজাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় যাহাদের প্রত্যেকের রক্তপন বার হাজার হয়।

ইমাম আহমদ ও আবু ইয়ালা রহমাতুল্লহ হইতে বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,যে ব্যক্তি আসরের নামাজ পড়িয়া এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নেক কথা বলিতে থাকে, সে ঐ ব্যক্তি হইতে উত্তম, যে হযরত ইসমাইল আলাইহি সালামের বংশ হইতে আটজন গুলাম আজাদ করে।

আবু ইয়ালা রহমাতুল্লাহ হইতে অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,আমি এমন লোকদের সহিত বসি যাহারা সকাল হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকির করতে থাকে,ইহা আমার নিকট ঐ সমুদয় জিনিস হইতে অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্যোদয় হয়।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,আমি ফজরের নামাজ পড়িয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত বসিয়া আল্লাহর যিকির করিতে থাকি ইহা আমার নিকট সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় (মুজাহিদগনকে) উন্নত মানের ঘোড়া দান করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন,আমি ফজরের নামাজ হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে বসিয়া থাকি ইহা আমার নিকট ইসমাইল আলাইহি সালামের বংশ হইতে চারজন গোলাম আজাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন-

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر

পড়া আমার নিকট ঐ সমুদয় জিনিস হইতে অধিক প্রিয় যাহার উপর সূর্য উদিত হয়।

হযরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ফজরের পর বসিয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করিতে থাকি এবং এই কালেমা গুলি -

الله اكبر والحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله

পড়িতে থাকি ইহা আমার নিকট ইসমাইল আলাইহিস সালাম এর বংশ হইতে দুইজন গোলাম আজাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এমনিভাবে আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই কালিমাগুলো পড়িতে থাকি ইহা আমার নিকট হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশ হইতে চারজন গোলাম আজাদ পরে অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আমি সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করিতে থাকি এবং এই কালেমা গুলি -

الله اكبر ولا اله الا الله وسبحان الله

পড়িতে থাকি ইহা আমার নিকট ইসমাইল আলাইহিস সালামের বংশ হতে চারজন গোলাম আজাদ করা অপেক্ষায় অধিক প্রিয়। এমনিভাবে আসরের পর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করা আমার নিকট ইসমাইল আলাইহি সালামের বংশ হইতে এত এত গোলাম আজাদ করা অপেক্ষায় অধিক প্রিয়। রেফারেন্স :(হায়াতুস সাহাবা,৫ম খন্ড)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমদের যিকিরের প্রতি আগ্রহ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন আল্লাহর যিকির করিতে থাকি, ইহা আমার নিকট সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিন লোকদেরকে আরোহণের জন্য উন্নতমানের ঘোড়া দান করা অপেক্ষায় অধিক প্রিয়।

হযরত আবু উবাইদা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর নিকট আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্যান্য কথাবার্তা অত্যন্ত অসহনীয় লাগিত।

অপর রেওয়ায়াতে আছে, আতা রহমাতুল্লাহ বলেন,হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কতিপয় লোক ফজরের পর কথাবার্তা বলিতেছে। তিনি তাহাদেরকে কথা বলিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন তোমরা এখানে নামাজ পড়িতে আসিয়াছো, অতএব নামাজ পড়ো, নতুবা চুপ করিয়া থাকো।

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও হযরত মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর যিকিরের প্রতি আগ্রহ

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি একশতবার আল্লাহু আকবার বলি ইহা আমার নিকট একশত দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) সদকা করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়।

হযরত মুয়াজ ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,আমি সকাল হইতে রাত্র পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালার যিকির করি ইহা আমার নিকট সকাল হইতে রাত্র পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় মুজাহিদগণকে আরোহণের জন্য উন্নতমানের ঘোড়াদান করা অপেক্ষা অধিক প্রিয়। (হায়াতুস সাহাবা ৫ম খন্ড)

আল্লহ তায়ালার যিকিরের মজলিস

যিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের মর্যাদা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, অতিসত্বর হাশরের ময়দানে সমবেত লোকেরা জানিতে পারিবে, সম্মানী ও মর্যাদাবান লোক কাহারা? কেহ জিজ্ঞেস করিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সম্মানী ও মর্যাদাবানলোক কাহারা?রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, যিকিরের মজলিসে অংশগ্রহণকারীগণ।

হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজোদ এলাকায় একটি বাহিনী প্রেরণ করলেন। এই বাহিনী ও অতি অল্প সময়ে বহু গনীমতের মাল লইয়া ফিরে আসিল। এই সফরে যায় নাই এমন ব্যক্তি বলিল, আমরা এই বাহিনী ন্যায় এত দ্রুত ও এত বেশি গনীমত লইয়া ফিরিয়ে আসিতে আর কোন বাহিনীকে দেখি নাই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন লোকদের কথা বলিব না, যাহারা ইহাদের অপেক্ষা দ্রুত ও অধিক গনীমত লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে? তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ফজরের নামাজে শরিক হইয়াছে, অতঃপর সূর্যোদয় পর্যন্ত নিজ নিজ স্থানে বসিয়ে আল্লাহ তায়ালার যিকিরে রত রহিয়াছে। ইহারা অতি দ্রুত ও অধিক গনীমত লইয়া ফিরিয়ে আসিয়াছে।

অপর রেওয়ায়াতে আছে,তাহারা ঐ সমস্ত লোক যাহারা ফজরের নামাজ আদায় করে এবং অতঃপর আপন স্থানে বসিয়া সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত থাকে। অতঃপর দুই রাকাত নামাজ পড়িয়া নিজ ঘরে ফিরিয়া যায়। ইহারাই অতি দ্রুত ও অধিক পরিমাণে গনীমত লইয়া প্রত্যাবর্তনকারী। (হায়াতুস সাহাবা,৫ম খন্ড)

যিকিরকারীদের সহিত বসিবার আদেশ

হযরত আব্দুর রহমান ইবনে শাহোল ইবনে হুনাইফ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ঘরে ছিলেন। এমন সময় তাহার উপর এই আয়াত নাযিল হইল-

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى

অর্থ :এবং আপনি নিজেকে তাহাদের সঙ্গে সংলিপ্ত রাখুন, যাহারা সকালে ও সন্ধ্যায় সর্বদা স্বীয় প্রতিপালকের এবাদত শুধু তাহার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করিয়া থাকে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে তালাশ করিতে বাহির হইলেন। দেখিলেন, কতিপয় লোক আল্লাহর যিকির করিতেছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন এমনও রহিয়াছে যাহাদের চুল এলোমেলো, চামড়া শুষ্ক এবং কয়েকজনের পরিধানে শুধু একটিমাত্র কাপড়।তিনি তাহাদের নিকট বসিয়া গেলেন এবং বলিলেন সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোকদেরকে পয়দা করিয়াছেন যাহাদের নিকট আমাকে বসিবার হুকুম করিয়াছেন।

যিকিরের মজলিসে বসার আদব

যিকিরের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার সঙ্গে বান্দার এক ধরনের সংযোগ সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করে না, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

কুরআনে বলা হয়েছে,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ

অর্থ :‘হে ইমানদাররা! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করো’ (সুরা আহজাব : ৪১)

আল্লাহ তায়ালার যিকির এমন একটি আমল যে, বান্দা যতই এ আমল করবে, ততই তার কলবের রৌশন বাড়তে থাকবে, অন্তরের প্রশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

যিকিরের মজলিসে বসলে এর ভাবগাম্ভীর্য ও শালীনতা বজায় রাখতে হবে। আল্লাহর যিকিরের মতো সুন্দর একটি আমলের গুরুত্ব নানা কারণে সাধারণ ইবাদতকারীদের কাছে কমে যাচ্ছে। আমরা বুঝে হোক আর না বুঝে হোক যিকিরের আমলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলছি। আজকাল যিকিরের মাহফিলে নানা ধরনের অশালীন কথাবার্তা আলোচনা করার ফলে অনেকেই যিকিরের মাহফিলে বসতে চান না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো, তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটিয়ো না, তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে ডাকবে’ (সুরা আরাফ : ৫৫-৫৬)। আমাদের আল্লাহর ভয় এবং আদবের সঙ্গে যিকিরের মজলিস পরিচালনা করতে হবে। যিকিরের মাহফিলকে কেন্দ্র করে কোনো প্রকার বিপর্যয়-বিপত্তি কিংবা সীমা লঙ্ঘন হয় এমন কাজ থেকে বিরত থাকা খুবই জরুরি।

যিকিরের মজলিসে বসার ফজিলত

যিকির করা যেমন মুস্তাহাব অনুরূপভাবে যিকিরের মজলিসে বসাও মুস্তাহাব। এর অসংখ্য সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। আমরা সেগুলোকে যথাস্থানে উল্লেখ করব ইনশাল্লাহ। এক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাঃ ওই হাদিস যথেষ্ট যার মধ্যে রাসুল সাঃ এরশাদ করেছেন যে,

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا ،قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال خلق الذكر

অর্থ : তোমরা যখন জান্নাতের বাগান গুলোর পাশে দিয়ে যাবে সে সময় সেখান হতে পাকা ফল তুলে নেবে। লোকজন প্রশ্ন করল, জান্নাতের বাগান গুলো কি? তিনি বললেন, যিকিরের মজলিস।- তিরমিজি হাদিস নং ৩৫১০

হযরত মুয়াবিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে,

قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ . قَالَ آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ . قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقَلَّ عَنْهُ حَدِيثًا مِنِّي وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ " مَا أَجْلَسَكُمْ " . قَالُوا جَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ " آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَاكَ " . قَالُوا وَاللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ . قَالَ " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ "

অর্থ : একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তার সাহাবীদের একটি হালাকার নিকটে গিয়ে বললেন, কিসে তোমাদের বসিয়েছে? তারা বলল,আমরা বসেছি আল্লাহর স্মরণ ও তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। যেহেতু তিনি আমাদের কে ইসলামের দিকে পথ দেখিয়েছেন এবং আমাদের উপর তিনি ইহসান করেছেন।তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমাদেরকে একমাত্র ওই বিষয়ে বসিয়েছে। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে অপবাদ দেওয়ার জন্য শপথ করতে বলিনি বরং আমার নিকট জিবরাইল আঃ এসে আমাকে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ ফিরিশতাদের নিকট তোমাদের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। -মুসলিম হাদিস নাং:২৭০১

হযরত আবু সাঈদ কুদরী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত তারা বলেন যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন যে -

اَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ حَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ " .

অর্থ : কোন জাতি আল্লাহ সুবহানাতায়ালা যিকির করতে বসলে একদল ফেরেশতা তাদেরকে ঘিরে ফেলে এবং রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়। আর তাদের উপর শান্তি নাযিল হয় এবং আল্লাহ তাআলা তার নিকটস্থ ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের আলোচনা করেন।-(মুসলিম হাদিস নং ২৭০০)

যিকিরের মজলিসের সওয়াব

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমি বলিলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ! যিকিরের মজলিসের সওয়াব কি? তিনি বলিলেন, যিকিরের মজলিসের সওয়াব হইল জান্নাত, জান্নাত।

হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলিয়াছেন, যিকিরের মজলিস সমূহ হল এলেম জিন্দা হওয়ার উপায় এবং এই সমস্ত মজলিস অন্তরে খুশু অর্থাৎ বিনয় পয়দা করে। (হায়াতুস সাহাবাহ ৫ম খন্ড)

মজলিসের কাফফারাহ

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মজলিসে বসিতেন বা নামাজ পড়িয়া শেষ করিতেন তখন কিছু দোয়ার শব্দ পাঠ করিতেন।হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, আমি তাহাকে সেই দুয়ার শব্দগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এই দোয়ার ফায়দা এই যে, মানুষ যদি উক্ত মজলিসে ভালো কথা বলিয়া থাকে তবে দোয়ার এই শব্দগুলি উক্ত ভালো কথার উপর কেয়ামত পর্যন্তের জন্য মোহর হইয়া থাকিবে। যদি কোন খারাপ কথা বলিয়া থাকে তবে এই শব্দগুলি উহার জন্য কাফফারা হইয়া যাইবে। সেই দোয়ার শব্দগুলি এই -

سبحانك ا للهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

অর্থ :হে আল্লাহ আমি আপনার পবিত্রতা ও প্রশংসা করিতেছি, আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই, আমি আপনার নিকট মাগফিরাত চাহিতেছি এবং আপনার নিকট তওবা করিতেছি।

হযরত আবু বারযাহ আসলামী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মজলিস হইতে উঠিতে চাহিতেন তখন এই দোয়া পাঠ করিতেন -

سبحانك ا للهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল,হে রাসূলুল্লাহ! আপনি আজকাল কিছু দোয়া পাঠ করিয়া থাকেন যাহা পূর্বে পাঠ করিতেন না।রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, মজলিসে যে সকল ভুল ভ্রান্তি হইয়া থাকে, এই দোয়া উহার জন্য কাফফারাহ।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, কিছু দুয়া এমন রহিয়াছে যে কেহ কোন হক অথবা বাতেল মজলিস হইতে উঠিবার সময় উহা তিনবার পাঠ করিয়া লইবে উহা তাহার জন্য উক্ত মজলিসের সকল গুনাহের কাফফারাহ   হইয়া যাইবে। আর যদি উক্ত মজলিসে তাহার দ্বারা কোন গুনাহ না হইয়া বরং নেক আমল ও যিকিরের মজলিস হইয়া থাকে তবে আল্লাহ তা'আলা এই দোয়া গুলির দ্বারা মোহর লাগাইয়া দিবেন, যেমন লিখিত কাগজ ইত্যাদির উপর মোহর লাগানো হয়। অতঃপর হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত উপরোক্ত হাদিস অনুসারে উল্লেখ করিয়াছেন।(তারগীব)

(হায়াতুস সাহাবা ৫ম খন্ড)

যিকিরের কাইফিয়্যাত

অন্তর দ্বারা যিকির হয় জিহবা দ্বারাও যিকির হয়। তবে এর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হলো অন্তর ও জবান উভয়টি দ্বারা যিকির করা। তবে এই দুটির মধ্যে কোন একটির উপর সীমাবদ্ধ করতে চায় তাহলে অন্তরের উপর সীমাবদ্ধ করা উত্তম। অর্থাৎ অন্তরের

মাধ্যমে যিকির করা উত্তম। অতঃপর রিয়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অন্তরের সাথে সাথে জবান দ্বারা যিকির করাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। বরং উভয়টির মাধ্যমে যিকির করবে এবং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি কামনা করবে। পূর্বে আমরা হযরত ফুজায়েল ইবনু ইয়াজ আলাইহির বক্তব্য উল্লেখ করেছি যে, মানুষের কারনে (অর্থাৎ মানুষ দেখবে এই ভয়ে)আমল করা ছেড়ে দেওয়াও রিয়া। মানুষ যদি তার নিজের উপর অন্যদের দৃষ্টি দেওয়া এবং তাদের ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়া থেকে বিরত থাকার দরজা খুলে দেয় তাহলে অনেক নেকির দরজা তার উপর বন্ধ হয়ে যাবে।এভাবে সে দ্বীন ও শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ অনেক বিষয়কে নিজের থেকে নষ্ট করে ফেলবে যা আরেফিনদের পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত নয়।

মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত যে,
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

অর্থ :আপনি নিজের নামাজ আদায় কালে সর্বোচ্চ গ্রাসে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং করবেন না এর মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।-(সূরা ইসরা, আয়াত ১১০)

যিকিরের প্রকারভেদ

যিকির অন্তর দ্বারা হতে পারে, জিহ্বা দ্বারা হতে পারে, বা এক সঙ্গে উভয়টা দ্বারাও হতে পারে। এর বিভিন্ন প্রকার রয়েছে, নিচে কিছু উল্লেখ করা হল—

এক. কুরআনে করীম পাঠ করা : এ হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর নাজিলকৃত আল্লাহ তাআলার কালাম। আল্লাহর কালাম বিধায় সাধারণ জিকির-আজকারের চেয়ে কোরআন পাঠ করা উত্তম। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন :-

،من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول)ألم (حرف ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف .)رواه الترمذي 2735(:

যে কিতাবুল্লাহর একটি অক্ষর পড়ল তার জন্য এর বিনিময়ে একটি নেকি অবধারিত। এবং তাকে একটি নেকির দশ গুণ ছাওয়াব প্রদান করা হবে। আমি বলছি না আলিফ লাম মীম একটি অক্ষর বরং আলিফ একটি অক্ষর, এবং লাম একটি অক্ষর, এবং মীম একটি অক্ষর। (তিরমিজি:২৭৩৫)

দুই. মৌখিক যিকির : যেমন তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীর ইত্যাদি পড়া, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত।

তিন. প্রার্থনা : এটা বিশেষ যিকির, কেননা এ-দ্বারা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ হয়, ইহকাল ও পরকালের প্রয়োজন পূরণ হয়।

চার. ইস্তিগফার করা : আল্লাহ তাআলা নূহ আলাইহি ওয়া সালাম-এর কথা বিবৃত করে বলেন :-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ۗ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ

অর্থ :আমি বলেছি, তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল। [সূরা নূহ ১০]

পাঁচ.রকমারি ইবাদতের অনুশীলন করা : যেমন সালাত কায়েম, যাকাত প্রদান, পিতা-মাতার সাথে অমায়িক আচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, জ্ঞানার্জন ও অপরকে শিক্ষাদান-ইত্যাদি। কেননা, সৎকর্মের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ ۙ

এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। [সূরা ত্ব-হা ১৪]

সময়সূচি সাপেক্ষে যিকিরের প্রকার

সময়সূচি হিসেবে যিকির দু ভাগে বিভক্ত—

এক. সাধারণ যিকির : যার কোন নির্দিষ্ট সময় বা স্থান নেই। বিশেষ কিছু সময় বা স্থান ব্যতীত যে কোন সময়ে বা স্থানে এ সব জিকির করার অবকাশ আছে।

দুই. বিশেষ যিকির : যা বিশেষ সময়, অবস্থা ও পাত্র অনুসারে করা হয়। নিচে এমন কিছু সময়, অবস্থা ও স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল, যার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ যিকিরের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে—

- সকাল-বিকাল : এর সময় হচ্ছে ফজর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত, আছরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত।
- ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠার সময়।
- ঘরে প্রবেশের সময়।
- মসজিদে প্রবেশ ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়।
- অসুস্থতার সময়।
- বিপদাপদ ও পেরেশানীর সময়।
- সফরের সময়।
- বৃষ্টি বর্ষণের সময়।

যিকিরের কতিপয় নমুনা

এক. সাধারণ যিকির : সামুরা বিনজুনদব থেকে বর্ণিত : তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت (رواه مسلم 3985:)

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কথা চারটি : সুবহানাল্লাহ, আলহাম্দু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবর, যে কোন একটি দ্বারাই আরম্ভব করা যেতে পারে। (মুসলিম:৩৯৮৫)

দুই. সকাল-বিকালের যিকির : আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :-

من قال حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله وبحمده مائة مرة، لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه . رواه مسلم في صحيحه 4858:

যে সকাল এবং বিকালে সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী একশত বার বলবে, যে এ-রকম বা এর অতিরিক্ত বলবে, কিয়ামত দিবসে এর চেয়ে উত্তম কেউ কিছু আনয়ন করতে পারবে না। (সহীহ মুসলিম:৪৮৫৮)

তিন. বিপদের মুহূর্তে যিকির : আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিপদের সময় বলতেন :-

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم (رواه مسلم 4909:)

আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, যিনি সুমহান, সহিষ্ণুবান, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই যিনি মহান আরশের রব, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই যিনি আকাশসমূহের রব, এবং ভূমির রব এবং সম্মানিত আরশের রব। (সহীহ মুসলিম:৪৯০৯)

যিকির নিয়ে কুরআন মাজিদের কিছু আয়াত

এক. কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَۚ

অর্থ:এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলতা অর্জন কর।-সূরা আনফাল : ৪৫

দুই. আরো বলা হয়েছে,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

অর্থ:যারা ঈমানদার তারা এমন যে যখন তাদের সামনে আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন তাদের অন্তর ভীত হয়ে পড়ে।-সূরা আনফাল : ২

তিন. আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

অর্থ:যাদের হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয় আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে।-সূরা হজ্ব : ৩৫

চার. অন্য আয়াতে বলেন,

وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ ؕ

অর্থ:আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ।-সূরা আনকাবুত : ৪৫

পাঁচ.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۙ

.অর্থ: হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর।-সূরা আহযাব : ৪১

ছয়. আরো বলেছেন,

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ

অর্থ :তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর আর উদাসীনদের দলভুক্ত হয়ো না।-সূরা আরাফ : ২০৫

সাত. মুমিনদের সর্ম্পকে বলেছেন,

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰي جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ۚ

অর্থ :যারা আল্লাহকে দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে থাকে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে (ও বলে) : ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি।-সূরা আলে ইমরান : ১৯১

আট. মুনাফিকদের বিষয়ে বলেছেন,

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَي الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰي ۙ يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ اِلَّا قَلِيْلًا

নিশ্চয় মুনাফিকগণ আল্লাহর সঙ্গে ধোঁকাবাজি করে, তিনি তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে শাস্তি দেন এবং তারা যখন সলাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে।-সূরা নিসা : ১৪২

নয়. আরো বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ۭ

অর্থ :যারা আল্লাহ ও আখেরাতের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মাঝে রয়েছে উত্তম আদর্শ।-সূরা আহযাব : ২১

দশ. অন্য আয়াতে বলেন,

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰي

অর্থ : যে তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে অতপর নামায আদায় করে।-সূরা আ'লা : ১৫

সর্বদা যিকিরের ফজিলত

যিকিরে জান্নাত সুসজ্জিত হয়। যিকিরে বান্দার আমলনামাকে ভারী করে। তাই মুমিনের উচিত, যিকিরের মাধ্যমে জিহ্বাকে তাজা রাখা। হাদিস শরিফে যেসব যিকিরের বর্ণনা এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার।

যিকির আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। যিকিরে প্রশান্তি আসে। যিকিরে জান্নাত সুসজ্জিত হয়। যিকিরে বান্দার আমলনামাকে ভারী করে।

তাই মুমিনের উচিত, যিকিরের মাধ্যমে জিহ্বাকে তাজা রাখা। হাদিস শরিফে যেসব যিকিরের বর্ণনা এসেছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো, 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার।'

নিম্নে এই যিকিরের কিছু বিশেষ ফজিলত তুলে ধরা হলো :

যিকিরের উপকারিতা

এক. ইহকাল ও পরকালে অন্তরে প্রশান্তি ও স্থিরতা লাভ : আল্লাহ তাআলা বলেন—

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۗ

যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয় ; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই চিত্ত প্রশান্ত হয়। (সূরা রাদ : ২৮)

দুই. আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বড় ও সর্বোত্তম ইবাদত : কেননা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করা হচ্ছে ইবাদতের আসল লক্ষ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَذِكْرُ اللهِ اَكْبَرُ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। [সূরা আনকাবুত ৪৫]

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন—

وَالذّٰكِرِيْنَ اللهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ اَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا)

এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারী নারী – এদের জন্য আল্লাহ রেখেছেন ক্ষমা ও মহা প্রতিদান। [সূরা আহযাব ৩৫]

আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেন—

ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ، قالوا بلى يا رسول الله، قال : ذكر الله . (رواه الترمذى 3299:)

আমি কি তোমাদেরকে এমন এক আমল সম্পর্কে অবহিত করব না, যা তোমাদের অধিপতির নিকট সবচেয়ে উত্তম ও পবিত্র, এবং তোমাদের মর্যাদা অধিক বৃদ্ধিকারী, এবং তোমাদের জন্য স্বর্ণ-রূপা দান করা ও দুশমনের মুখোমুখি হয়ে তোমরা তাদের গর্দানে বা তারা তোমাদের গর্দানে আঘাত করার চেয়ে উত্তম ? তারা বলল,হ্যাঁ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! তিনি বললেন :-যিকরুল্লাহ (আল্লাহর যিকির বা স্মরণ)। (তিরমিজি:৩২৯৯)

অধিক যিকিরের পরিবর্তে কম শব্দ কিন্তু ব্যাপক অর্থবোধক যিকির অবলম্বন করা

হযরত জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাজের সময় তাহার নিকট হইতে বাহির হইয়া গেলেন।তিনি তখন আপন মসল্লায় বসিয়া যিকির করিতেছিলেন। নবী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাজের পর দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি সময়ে ফিরে আসিয়া দেখিলেন তিনি একইভাবে মুসল্লায় বসিয়ে আছেন। নবী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম, তুমি কি সেই অবস্থায় বসে আছো? হযরত জুয়াইরিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা বলিলেন,হাঁ। নবী করীম সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, আমি তোমার নিকট হইতে পৃথক হওয়ার পর চারটি কালেমা তিনবার পাঠ করিয়াছি। তুমি সকাল হইতে এই পর্যন্ত যা কিছু পড়িয়াছ যদি উহার মোকাবেলায় এই চারটি কালেমাকে ওজন করা হয় তবে এই চার কালেমাই ভারী হইবে।সেই চার কালেমাগুলি হল -

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته

অর্থ :' আমি আল্লাহ তায়ালার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছি এবং তাঁহার প্রশংসা করিতেছি তাঁহার মাখলুক পরিমাণ, তাঁহার সন্তুষ্টি পরিমাণ এবং তাঁহার আরশের ওজন পরিমাণ ও তাঁহার কালিমাসমূহ পরিমাণ।' (হায়াতুস সাহাবাহ ৫ম খন্ড)

যিকির না করার ক্ষতি

আবু মুসা আশয়ারি রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'যারা আল্লাহর জিকির করে এবং যারা আল্লাহর জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃত ব্যক্তির মতো।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৪০৭)

উল্লিখিত হাদিসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর স্মরণবিমুখ মানুষকে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা করেছেন। পবিত্র কোরআনে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আমার স্মরণে বিমুখ থাকবে, অবশ্যই তার জীবনযাপন হবে সংকুচিত। আর তাকে কিয়ামতের দিন উঠাব অন্ধ করে।' (সুরা : ত্বহা, আয়াত : ১২৪)

আল্লামা ইবনে কাসির রহমাতুল্লাহ বলেন, আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হওয়ার অর্থ হলো কারো সামনে আল্লাহর স্মরণ হওয়ার পর তা উপেক্ষা করা, গ্রহণ না করা, তাতে সাড়া না দেওয়া এবং তা দ্বারা উপদেশ গ্রহণ না করা। এমন ব্যক্তি সম্মান-মর্যাদা, আবাস ও জীবনযাপনে সংকীর্ণতার মুখোমুখি হবে। (তাফসিরে ইবনে কাসির)

নাপাক অবস্থায় যিকির করার বিধান

যিকির করা এমন এক প্রশংসনীয় ইবাদত, যা সবসময় সর্বাবস্থায় দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে, অজু ছাড়াই করা যায়। সবসময় সর্বাবস্থায় যিকির অজু ছাড়া যিকির করায় কোনো দোষ বা সমস্যা নেই বরং এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভালো কাজ ও ইবাদত।

আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দাকে বেশি বেশি যিকির করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে নাপাক বা অপবিত্র অবস্থায় কোরআন পাঠে বাধা রয়েছে।কিন্তু আল্লহ তা'আলার যিকিরে কোব বাধা নেই। এ বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠
ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ

অর্থ :"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে।" (সূরা আলে ইমরান **১৯০-১৯১** আয়াত)

হাদিস:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الله عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ .رواهُ مسلم

অর্থ:

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বক্ষণ (সর্বাবস্থায়) আল্লাহর যিকির করতেন।'

(মুসলিম ৩৭৩, তিরমিযী ৩৩৮৪, আবূ দাউদ ১৮, ইবনু মাজাহ ৩০২, আহমাদ ২৩৮৮৯, ২৪৬৭৪, ২৫৮৪৪)।

রেফারেন্স :ডেইলি-বাংলাদেশ

যিকির নিয়ে কতিপয় হাদিস

আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় কালাম

হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি কি তোমাকে সেই কালাম বলিব না যাহা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়? ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অবশ্যই সেই কালাম বলিয়া দিন যাহা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়।তিনি বলিলেন, আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় কালাম হইলো,

سبحان الله و بحمده

তিরমিজি শরীফের রেওয়াতে সুবহানাল্লহি ওয়া বিহামদিহী বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলিম শরীফের রেওয়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল, কোন কালাম সর্বাপেক্ষা উত্তম? তিনি বলিলেন,সেই কালাম যাহা আল্লাহ তাআলা আপন ফেরেশতাদের অথবা বান্দাদের জন্য নির্বাচন করিয়াছেন।

আল্লাহর প্রিয় কালাম

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أَحَبُّ الْكَلاَمِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ.

.

আহমাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু ইউনুস রহমাতুল্লহ .... সামুরাহ ইবনু জুনদাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয় কালাম চারটি। سُبْحَانَ اللهِ আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, وَالْحَمْدُ لِلَّهِ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ (এক) আল্লাহ ছাড়া আর উপাস্য নেই এবং وَاللَّهُ أَكْبَرُ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। এগুলোর যে কোন শব্দ দ্বারা তুমি আরম্ভ কর, এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। (মুসলিম, হাদিস : ৫৪৯৪)

নবীজি (সা.)-এর প্রিয় যিকির

হাদিস শরিফে এই যিকিরকে শ্রেষ্ঠ যিকির আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই আমলটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৈনন্দিন আমলের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় আমল ছিল। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ "

‘সুবহানাল্লাহ ওয়াল-হামদু লিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’ (আল্লাহ অতীব পবিত্র, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ) বলা আমার কাছে যেসব জিনিসের ওপর সূর্য উদিত হয় তা হতে বেশি পছন্দনীয়।

(তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৯৭)

কুরআনের পর শ্রেষ্ঠ যিকির

হাদিসে আছে, কুরআনের পর চারটি সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য আছে, যেগুলো কুরআনেরই বাক্য। তার যেকোনোটি দিয়ে শুরু করাতে তোমার ক্ষতি নেই, সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার। (মুসনাদে আহমদ)

যে যিকিরে গুনাহ মাফ হয়

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَجَرَةٍ يَابِسَةِ الْوَرَقِ فَضَرَبَهَا بِعَصَاهُ فَتَنَاثَرَ الْوَرَقُ فَقَالَ " إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لَتُسَاقِطُ مِنْ ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ

আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শুকনা পাতাওয়ালা গাছের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে তাতে আঘাত করলে হঠাৎ পাতাগুলো ঝরে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, কোনো বান্দা ‘আলহামদুলিল্লাহ’, ‘সুবহানাল্লাহ’, এবং ‘লাইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’ (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, আল্লাহ তাআলা অতি পবিত্র এবং আল্লাহ তাআলা ছাড়া সত্য কোনো মাবুদ নেই, তিনি অতি মহান বললে তা তার গুনাহসমূহ এরূপভাবে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে এ গাছের পাতাসমূহ ঝরে পড়েছে।
(তিরমিজি, হাদিস : ৩৫৩৩)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে,

এই যিকির সকালে একশ বার করলে সাগরের ফেনা সম গুনাহ মাফ হয়ে যায়।

حَدَّثَنَا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيلَةٍ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ "

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালের নামাজের পর এক শবার সুবহানাল্লাহ এবং এক শবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনাসম হয়। (নাসায়ি, হাদিস : ১৩৫৪)

যে যিকিরে জান্নাতে গাছ রোপণ হয়:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يَغْرِسُ غَرْسًا فَقَالَ " يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا الَّذِي تَغْرِسُ " . قُلْتُ غِرَاسًا لِي . قَالَ " أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى غِرَاسٍ خَيْرٍ لَكَ مِنْ هَذَا " . قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " قُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ يُغْرَسْ لَكَ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ "

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি একটি চারাগাছ রোপণরত অবস্থায় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ দিয়ে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা, কী রোপণ করছ? আমি বললাম, আমার একটি চারা রোপণ করছি। তিনি বলেন, আমি কি তোমাকে এমন কিছু রোপণের কথা বলে দেব না, যা তোমার জন্য এর চেয়েও উত্তম? তিনি বলেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বলেন, তুমি বলো, ‘সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার’ (সমস্ত পবিত্রতা আল্লাহর, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান)। প্রতিবারে বিনিময়ে তোমার জন্য জান্নাতে একটি করে গাছ রোপিত হবে। (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩৮০৭)

মিরাজের রাতে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহিম আলাইহি ওয়া সালাম-এর সঙ্গে দেখা করলে,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মি’রাজের রাতে আমি ইবরাহীম আলাইহি ওয়া সালাম-এর সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি বললেনঃ হে মুহাম্মাদ" আপনার উম্মাতকে

আমার সালাম পৌছিয়ে দিন এবং তাদেরকে জানান যে, জান্নাতের যমীন অতীব সুগন্ধি সমৃদ্ধ এবং সেখানকার পানি অত্যন্ত সুস্বাদু। তা একটি সমতল ভূমি এবং তার গাছপালা হল “সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"।(তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৬২)

যে যিকির জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, একদা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা তোমাদের ঢাল সংগ্রহ করো। তাঁরা বলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল, কোনো শত্রু উপস্থিত হলো কি?’ তিনি বলেন, না। বরং জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। তোমরা সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ও আল্লাহু আকবার বলো। যেহেতু এগুলো কিয়ামতের দিন অগ্রণী হয়ে, আজাব রোধক হয়ে, ক্রমাগতভাবে শুভ-পরিণাম হয়ে উপস্থিত হবে। আর এগুলোই হলো স্থায়ী সৎকর্ম। (শুআবুল ঈমান)

যে যিকিরে মিজানের পাল্লা ভারী হয়

حَدَّثَنِي أَبُو سَلْمَى رَاعِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ فِي مَسْجِدِهَا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بَخٍ بَخٍ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ بِخَمْسٍ - مَا أَثْقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

আবূ সালাম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাখাল আবূ সালমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, যাকে আমি কুফার মসজিদে দেখেছি, তিনি বলেন, “আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “কতো চমৎকার! কতো চমৎকার!! এই বলে তিনি তাঁর হাত দ্বারা পাঁচটি জিনিসের দিকে ইশারা করেন। এগুলো মীযানের পাল্লায় কতইনা ভারী! সেগুলো হলো:

سُبْحَانَ اللهِ (আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষনা করছি), اَلْحَمْدُ لِلّٰه (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য), لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ (আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মা'বূদ নেই), اللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহ সবচেয়ে বড়)

(ইবনে হিব্বান ৮৩৩)

মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে যিকিরের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার তাওফিক দান করুন।

ভ্রান্ত যিকির

যিকির মানে আল্লাহ তায়ালার স্মরণ। আল্লাহর যিকির সবচেয়ে বড় ও সর্বোত্তম ইবাদত। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হওয়া মানে যিকির থেকে গাফেল হওয়া। মনে রাখতে হবে, যিকির করতে গিয়ে এমন আচরন যেন না হয় যা ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ। লাফা লাফি, ফালা ফালি ও ঝাকা ঝাকি, বেপর্দা বেহায়াপনা সহ মহিলাদের উচ্চসুর, ভন্ডামি তবলা গান বাজনা করা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম।কিন্তু কিছু কিছু ভন্ড ব্যক্তিরা যিকিরের নামে ভন্ডামি করছে।তারা একটা শব্দকে কেন্দ্র করে যিকির করছে নেচে,মাথা ঝাঁকিয়ে ইত্যাদি। ইহা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

বাইয়াত

বাইয়াত অর্থ আনুগত্যের চুক্তি, আনুগত্যের শপথ। ভন্ডরা তাদের ভন্ডামির মাধ্যমে কিছু লোককে তাদের আনুগত্যের শপথ করিয়ে নেয়।তারা বলেন, বাইয়াত হলে জান্নাত দিয়ে দিবে,কোন আমল করতে হবে না।কিন্তু বাইয়াত দ্বারা নাজাত উদ্দেশ্য নয় রাফ'য়ে দারজাত উদ্দেশ্য।রাফ'য়ে দারজাত হচ্ছে নিজের মর্যাদাকে আল্লাহর দরবারে সমুন্নত করা আমলের মাধ্যমে।আল্লহ আমাদেরকে সবটা সঠিক বুঝার তৌফিক দিক।